এসডিজি-১৬ ও সুশাসন

সরকার, গণমাধ্যম ও জনগণ

২ মে ২০১৭

প্রেক্ষাপট

- গণমাধ্যম রাষ্ট্রের ‘চতুর্থ স্তম্ভ’ হিসেবে স্বীকৃত।
- জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার অনুচ্ছেদ ১৯ অনুযায়ী মত প্রকাশ একটি মৌলিক অধিকার।
- বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৯-এ বাক-স্বাধীনতা এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।
- বিভিন্ন গবেষণায় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, কার্যকর আইন ও নীতি প্রণয়ন, আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও আইনের শাসন নিশ্চিতকরণে, সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায়, দুর্নীতি প্রতিরোধে, তথ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সর্বোপরি গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।
- আজকের সংলাপে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজি’র ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে সুশাসন সম্পর্কিত এসডিজি-১৬’র বাস্তবায়নে সরকার, গণমাধ্যম ও জনগনের আন্তসম্পর্ক-কে বিশ্লেষণের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

সংলাপের উদ্দেশ্য

- আজকের সংলাপের উদ্দেশ্য হল, এসডিজি ১৬ এর সুশাসন সম্পর্কিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে সরকার, গণমাধ্যম ও জনগণের ভূমিকা পর্যালোচনা এবং
- এসডিজি-১৬ এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নের অনুকূলে জনমত গড়ে তোলা
- এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রথমে এসডিজি-১৬'র সুশাসন সম্পর্কিত বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজি

- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) হলো জাতিসংঘ ঘোষিত ২০১৬ থেকে ২০30 সাল মেয়াদি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা।
- এতে মোট ১৭টি অভীষ্ঠ ও ১৬৯টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
- ২০১৫ সালের ২৫-২৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশসহ ১৯৩টি দেশ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুমোদন করে।
- এসডিজি'র ১৭টি অভিষ্ট হল: ১. দারিদ্র্য বিমোচন; ২. ক্ষুধামুক্তি; ৩. সুস্বাস্থ্য; ৪. মানসম্মত শিক্ষা; ৫. জেন্ডার সমতা; ৬. বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন; ৭. ব্যয়সাধ্য ও টেকসই জ্বালানি; ৮. সবার জন্য ভালো কর্মসংস্থান; ৯. উদ্ভাবন ও উন্নত অবকাঠামো; ১০. বৈষম্য হ্রাসকরণ; ১১. টেকসই শহর; ১২. সম্পদের দায়িত্বশীল ব্যবহার; ১৩. জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধ; ১৪. সমুদ্রের সুরক্ষা; ১৫. ভূমির সুরক্ষা; ১৬. শান্তি ও ন্যায়বিচার; এবং ১৭. লক্ষ্য অর্জনের জন্য অংশিদারিত্ব।

… চলমান

- এসডিজি-১৬ তে টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের প্রসার, বিচারলাভে সকলকে অভিগম্যতা প্রদান এবং সকল পর্যায়ে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে।
- এসডিজি-১৬ তে বিধৃত ১২টি সূচকের মধ্যে সাতটি লক্ষ্য সরাসরি সুশাসনের সাথে সম্পর্কিত। এগুলো হল:
    - আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে সকলের সমান অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে।
    - পাচার হওয়া সম্পদ উদ্ধার ও ফিরিয়ে আনা গতিশীল করতে হবে
    - সকল প্রকার দুর্নীতি ও ঘুষ আদান-প্রদান যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়ে আনতে হবে।
    - সকল পর্যায়ে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।
    - সকল পর্যায়ে সাড়াপ্রদায়ী, অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিনিধিত্বশীল সিদ্ধান্ত-গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
    - তথ্যের অবাধ অভিগম্যতা নিশ্চিত এবং মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে এবং
    - টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈষম্য সৃষ্টি করে না এমন আইন ও নীতিসমহের প্রসার ও প্রয়োগ করতে হবে।

গণমাধ্যম ও সুশাসন

- সুশাসন এবং গণমাধ্যমের ভূমিকা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিরাজমান।
- নোবেলজয়ী প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন মনে করেন দুর্ভিক্ষ সামাল দিতে একটি স্বাধীন ও মুক্ত গণমাধ্যম প্রাক-সতর্কীকরণ' ব্যবস্থা হিসেবে সরকারকে সহায়তা করতে পারে।
- হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পিপা নরিস তার গবেষণায় দেখিয়েছেন উন্নত অর্থনীতি এবং মুক্ত গণমাধ্যমের মধ্যে 'আন্তঃসম্পর্ক' বিরাজমান।
- বিভিন্ন গবেষণা অনুযায়ী গণমাধ্যমের স্বাধীনতা যেখানে বেশী সেখানে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা জোরালোভাবে হয়ে থাকে।
- কিছু গবেষণা অনুযায়ী যে দেশে তথ্য অধিকার ব্যাপকভাবে চর্চিত হয় সেই দেশগুলোতে দুর্নীতির মাত্রা সহনশীল পর্যায়ে থাকে।

সরকার, গণমাধ্যম ও জনগণের আন্তঃসম্পর্কের আলোকে সুশাসন

সরকার, গণমাধ্যম ও জনগণের আন্তঃসম্পর্কের আলোকে সুশাসন

জনগণের দাবি জনমতে রূপান্তরিত হওয়ায় সরকারের জনকল্যাণমূলক নীতি প্রণয়ন

সুশাসন সম্পর্কিত পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার কার্যকর বাস্তবায়ন

স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক কার্যকর শাসন ব্যবস্থার ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত

সরকার, গণমাধ্যম ও জনগণের আন্তঃসম্পর্ক

- জনগণের দাবি জনমতে রূপান্তরিত হওয়ায় সরকার জনকল্যাণমূলক নীতি প্রণয়ণ করবে ।
- সুশাসন সম্পর্কিত পরিকল্পনা গ্রহণ ও কার্যকর বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক কার্যকর শাসন ব্যবস্থার কারণে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।
- জনগণ যদি মত প্রকাশের সুযোগ পায়, জনবিতর্কে অংশগ্রহণ করে এবং তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করে, তবে গণমাধ্যমে সেই জনদাবি প্রতিফলিত হয়।
- এর ফলে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সততার প্রতি চাহিদা সৃষ্টি হয় এবং সামষ্টিক চাহিদার ভিত্তিতে সুশাসনের পক্ষে জনমত গড়ে উঠে।
- এই পরিস্থিতিতে সরকার জনগণের দাবির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে জনদাবি অনুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং গৃহীত কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে জনগণ সুফল লাভ করায় সরকারের গ্রহণযোগ্যতা ও আস্থা বৃদ্ধি পায়।

... চলমান

- এর বিপরীত চিত্রটি হল:
- সরকার যদি জনমত অগ্রাহ্য বা উপেক্ষা করে, মত প্রকাশের সুযোগ সীমিত করে দেয় তাহলে তখন সরকার জন-আস্থার সংকটের সম্মুখীন হয়।
- অন্যদিকে গণমাধ্যম যদি নৈতিকতা বর্জিত সাংবাদিকতার চর্চা করে, তথ্য পরিবেশনায় স্ব-নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে তখন গণমাধ্যমও জন-আস্থার সংকটের সম্মুখীন হয়।
- সরকার জনমত উপেক্ষা করায় এবং গণমাধ্যম তথ্য পরিবেশনায় স্ব-নিয়ন্ত্রণ আরোপের ফলে জনগণ গুজব ও অপপ্রচারের শিকারে পরিণত হয়, সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধান্বিত হয় এবং
- এর ফল হিসেবে সরকার ও গণমাধ্যম-এই দুটি পক্ষই তখন জনগণের কাছে আস্থা হারিয়ে ফেলে।

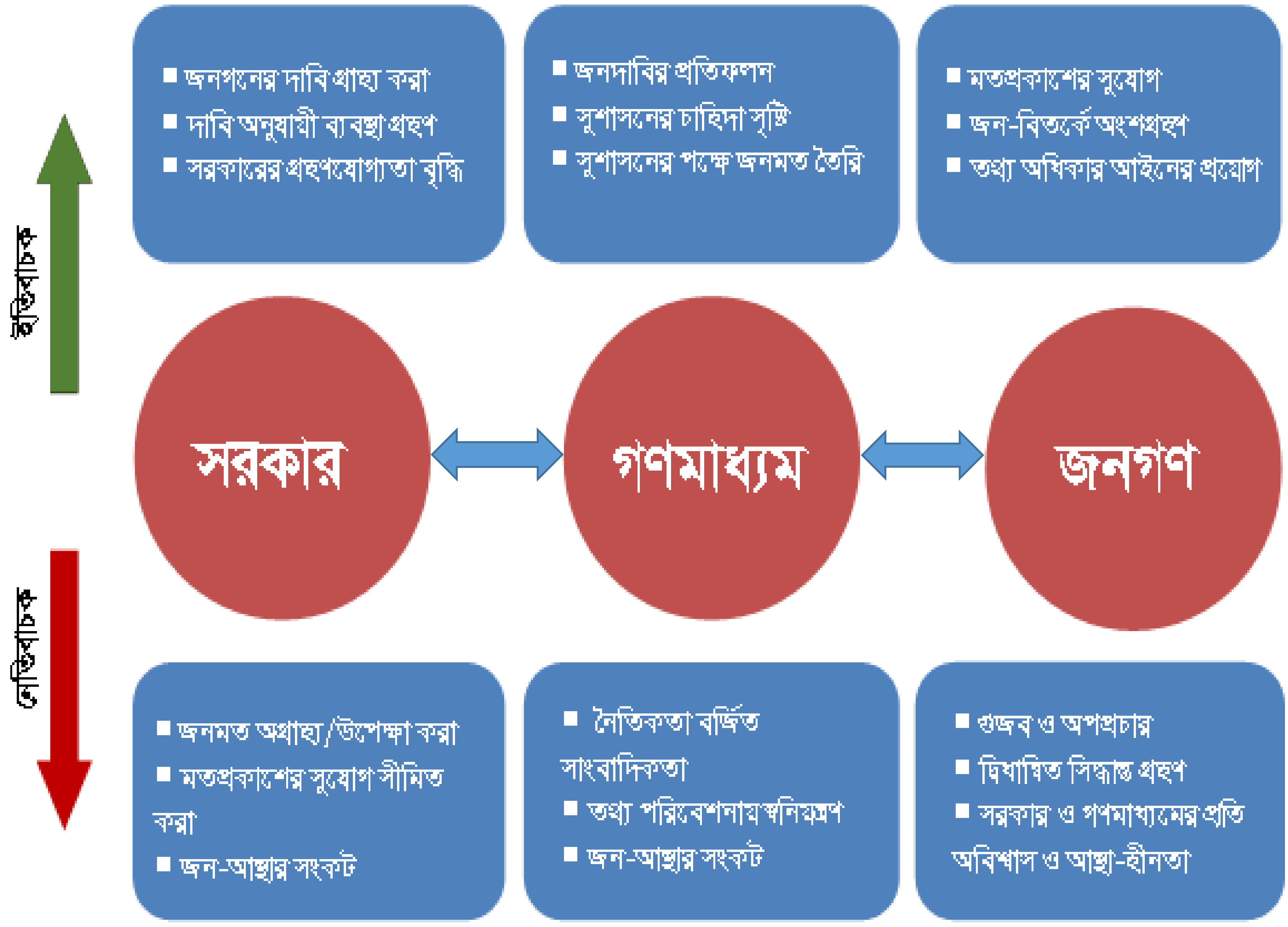
ইতিবাচক
জনগণের দাবি গ্রাহ্য করা
দাবি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ
সরকারের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি
জনদাবির প্রতিফলন
সুশাসনের চাহিদা সৃষ্টি
সুশাসনের পক্ষে জনমত তৈরি
মতপ্রকাশের সুযোগ
জন-বিতর্কে অংশগ্রহণ
তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ
সরকার
গণমাধ্যম
জনগণ
নেতিবাচক
জনমত অগ্রাহ্য/উপেক্ষা করা
মতপ্রকাশের সুযোগ সীমিত করা
জন-আস্থার সংকট
নৈতিকতা বর্জিত সাংবাদিকতা
তথ্য পরিবেশনায় নিয়ন্ত্রণ
জন-আস্থার সংকট
গুজব ও অপপ্রচার
দ্বিধাবিভক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ
সরকার ও গণমাধ্যমের প্রতি অবিশ্বাস ও আস্থা-হীনতা

এসডিজি ১৬'র সুশাসন সম্পর্কিত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার যা করতে পারে

- সরকারকে জনগণের সাথে তার যোগাযোগকে কার্যকরভাবে বৃদ্ধি করতে হবে।
- তথ্য যেন সঠিক সময়ে সাংবাদিকরা পেতে পারেন তার ব্যবস্থা থাকতে হবে, তথ্যের যথার্থতা যাচাইয়ের সুযোগ থাকতে হবে
- 'বাদ যাবে না কেউ'- এসডিজির এই মর্মবাণীর আলোকে এসডিজি'র সুশাসন বিষয়ক 'টেকনিক্যাল পরিভাষা'কে জনগণের সহজবোধ্য ভাষায় ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন।
- গণমাধ্যমের কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্যই যোগাযোগের উপযোগী অনুকূল পরিবেশের প্রয়োজন। আর এজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন হবে সরকারের উন্নয়ন যোগাযোগ কৌশল প্রণয়ন।

... চলমান

- তথ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড ও পরিচালনা পদ্ধতিকে জন-বান্ধব করার কোন বিকল্প নেই।
- কমিউনিটি মিডিয়া, রেডিওকে সংবাদ প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হলে তারা স্থানীয় প্রশাসনকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে পারবে।
- জনগনকে তার অভিমত প্রকাশের সুযোগ দিলেই বরং গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রনের প্রয়োজন হবে না।
- ইন্টারনেট বা ফেইসবুক বন্ধের মত আর কোন ঘটনা যদি বাংলাদেশে ঘটে, তবে তা নিশ্চিতভাবেই এসডিজি ১৬'র সুশাসন সম্পর্কিত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নেকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।
- গণমাধ্যম যে 'পাবলিক গুড', এই বাস্তবতা মেনে নিতে সরকার কতটা আন্তরিক- তার ওপরেই নির্ভর করছে গণমাধ্যম কতটা স্বাধীনতা 'ভোগ' করবে।

এসডিজি ১৬’র সুশাসন সম্পর্কিত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে গণমাধ্যম যা করতে পারে

- এসডিজি ১৬-তে সুশাসন সম্পর্কিত বিষয়ে ব্যাপকহারে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ ও প্রচার করা
- বাংলাদেশের গণমাধ্যমের সুশাসন সংক্রান্ত বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান, যা থেকে উত্তরণে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসতে হবে।
- রাজনৈতিক পক্ষপাত-মুক্ত, নির্ভিক সাংবাদিকতার বিকল্প নেই।
- সার্বিকভাবে গণমাধ্যমের মানের অবনতি হয়েছে, এ জন্য সম্পাদকীয় নজরদারি বাড়াতে হবে
- গণমাধ্যম কর্তৃক সেন্সরশিপ স্ব-আরোপিত হলেও তা গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ তা জনগণের জানার অধিকারকে খর্ব করে।
- জনগণের জানার অধিকার খর্ব করার কোন অধিকার সরকার বা গণমাধ্যম কারোরই নেই।

কার্টুনে নির্ভীক সাংবাদিকতা

এসডিজি ১৬'র সুশাসন সম্পর্কিত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে জনগণ যা করতে পারে

- সামাজিক মাধ্যমকে নেতিবাচকভাবে ব্যবহার, অসত্য সংবাদ/গুজব প্রকাশ, গোপনীয়তায় অনুপ্রবেশ, এবং উসকানিমূলক বক্তব্য প্রচার থেকে বিরত থাকা।
- জনগনের আগ্রহ বাড়াতে, জনগণের অংশগ্রহণ বাড়াতে এবং নাগরিকদের দায়িত্বপালনে সহায়তা করতে 'গণমাধ্যম সাক্ষরতা' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।
- এসডিজিতে যে স্বচ্ছ, অন্তর্ভুক্তি এবং অংশগ্রহণমূলক শাসন-ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে তা গণমাধ্যম এবং নতুন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সহযোগিতায় গড়ে ওঠা সম্ভব।
- গণমাধ্যম-কে নজরদারি করে এমন প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদান; সংবাদ ন্যায়পালের ভূমিকার বিস্তার, জন-ফোরাম গঠন এবং এই জাতীয় ফোরামের মাধ্যমে গণমাধ্যম সাক্ষরতার বিষয়টির প্রসার বৃদ্ধি এবং গণমাধ্যম সাক্ষরতার বিষয়ে গবেষনা পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

শেষের আগে

- জন-আস্থা তথা পারস্পরিক বিশ্বাস স্থাপন একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া এবং পথটি মসৃণ নয়।
- গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণে একটি সহায়ক আইনি পরিবেশ; গণমাধ্যমের অবকাঠামো এবং দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক স্থিতিশীলতায় রাষ্ট্রীয় সমর্থনের প্রয়োজন ।
- গণমাধ্যমের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং গণমাধ্যমের আধেয়ের মান ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধির মাধ্যমে জনআস্থা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করা সম্ভব।
- সরকারের শুদ্ধাচার কৌশলের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণমাধ্যমকে নিজস্ব সুশাসন ব্যবস্থাও সমান গুরুত্ব দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- সর্বোপরি, সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার, গনমাধ্যম ও জনগনের নিরঙ্কুশ ঐক্যমত গড়ে উঠলে এবং সে অনুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে এসডিজি-১৬’র সুশাসন সম্পর্কিত লক্ষ্যমাত্রার কার্যকর বাস্তবায়ন সম্ভবপর হবে।

সকলকে ধন্যবাদ